ইউনিট
১৮

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা

ভূমিকা

রাষ্ট্র গঠনের একটি মৌল উপাদান জনগণ। জনগণ ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রের উন্নয়ন নির্ভর করে জনগণের দক্ষতার ওপর। একটি দেশের জনগণ সুশিক্ষা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। আবার পরিশ্রম বিমুখ অদক্ষ জনগণ রাষ্ট্রের বোঝা হতে পারে। বাংলাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রে জনসংখ্যা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি বড় বাধা। সম্পদ ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব থাকায় বাংলাদেশে জনসংখ্যা দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের একটি অন্যতম সমস্যা। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। তবে 'বিশাল জনসংখ্যা' দেশের জন্য আশীর্বাদও হতে পারে। এজন্য জনসংখ্যা যাই হোক জনগণকে মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। বর্তমান ইউনিটে নিম্নোক্ত পাঠগুলো আলোচনা করা হলো :

পাঠ-১ : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।
পাঠ-২ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যা।
পাঠ-৩ : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়।

পাঠ-১ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ও ঘনবসতির হার সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। আয়তনে বিশ্বের ৯০তম এই রাষ্ট্র জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৫৩ জন লোক বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৮ ভাগ।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা পরিস্থিতি : বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম এবং এশিয়ার পঞ্চম জনবহুল দেশ। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী এ দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১১ কোটি ১৪ লাখ। এ সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ২.১৭ ভাগ। ২০০১ সালের আদমশুমারির তথ্যানুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৯২ লাখ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল ১.৪৭ ভাগ। জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৯৯১ সালে ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭৫৫ জন। ২০০১ সালে তা শতকরা ২৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৩৪ জনে পৌঁছায়। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৬০ লাখ। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৫৩ জন।

১৬৫০ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি। দীর্ঘ ২১১ বছর পর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ১৮৬১ সালে ২ কোটিতে উপনীত হয়। ১৯০১ সালে এ দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২.৮৯ কোটিতে পৌঁছে। ১৯২১ সালের পর এ দেশের জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৫.৫ কোটি। মাত্র ৩০ বছরে তা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায় ১১ কোটিতে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার কারণ : জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের জন্য এক নম্বর সামাজিক সমস্যা, কিন্তু এ সমস্যার পেছনে একক কোনো কারণ দায়ী নয়। বরং বহুবিধ কারণেই জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশে জটিল সামাজিক সমস্যার আকার ধারণ করেছে। যে কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া দীর্ঘকালের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ভৌগোলিক প্রভৃতি কারণে সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো হলো :

১. **ভৌগোলিক কারণ :** ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমী অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে এ দেশের আবহাওয়ায় অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েরা পরিণত বয়সে উপনীত হয়। যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক উপাদান। সুতরাং আবহাওয়া বাংলাদেশে জনাধিক্যের একটি অন্যতম কারণ।

২. **শিক্ষার অভাব :** বাংলাদেশে শিক্ষার হার মাত্র ৬৫ ভাগ। প্রকৃত শিক্ষিতের সংখ্যা আরো কম। বাংলাদেশে সচেতন শিক্ষিত মানুষের হার অতি নগণ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে মোটেও অবগত নয়। ফলে অপরিকল্পিতভাবে অগণিত শিশুর জন্ম হচ্ছে এ দেশে।

৩. **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ :** বাংলাদেশে বিশেষত গ্রাম এলাকায় বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের প্রচলন রয়েছে। একজন নারী ১২-৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত মাতৃত্ব লাভ করতে পারে। তাই অল্প বয়সে বিয়ে দিলে সাধারণত সন্তান ধারণ করবেই। তাছাড়া বহুবিবাহের মাধ্যমেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে। এভাবে বাল্য ও বহুবিবাহের ফলে পরিবার পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৪. **অজ্ঞতা, অশিক্ষা ও অসচেতনতা :** বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণই অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও অসচেতন। ফলে জনগণের মধ্যে কুপ্রথা ও কুসংস্কার অতিমাত্রায় বিরাজ করে। তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা জাতীয় জীবনে অধিক জনসংখ্যার বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে বলতে গেলে সম্পূর্ণ

অসচেতন। ফলে তারা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে না। এ কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৫. **খাদ্যাভ্যাস** : বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনগণ সাধারণত যেসব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে থাকে সেগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। দেশের বেশিরভাগ জনগণ অধিক মাত্রায় ভাত, আলু, গম, ডাল ইত্যাদি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ এবং অল্পমাত্রায় আমিষ জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করায় অধিক সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা অর্জন করে। তাই খাদ্যাভ্যাসও বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী।

৬. **পুত্রসন্তান কামনা** : বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ক্রোমোজমজনিত বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে অবহিত নন। সে কারণে সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পুত্রসন্তান কামনায় অধিক সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে এবং তা দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৭. **শিশু মৃত্যুহারের আধিক্য** : বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুরহার প্রতি হাজারে ৫৬ জন। এজন্য শিশু সন্তানের মৃত্যুর আশঙ্কায় পিতা-মাতারা দু-একটি সন্তান নিয়ে ভরসা পায় না এবং অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে।

৮. **অর্থনৈতিক কারণ** : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক কারণও ব্যাপকভাবে দায়ী। বাংলাদেশে, বিশেষ করে পুত্রসন্তান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য খুবই সহায়ক। কারণ তারা একটু বড় হলেই অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া পুত্রসন্তান যৌতুক লাভের জন্য সহায়ক। তাই পুত্রসন্তান লাভের জন্য অর্থনৈতিক কারণে অনেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ করে না।

৯. **রাজনৈতিক কারণ** : বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক কারণও পরোক্ষভাবে দায়ী। রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে এই সমস্যটি জনজীবনে রাজনৈতিক বা রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক যথেষ্ট আলোচিত ও বিশ্লেষিত হয় না। ফলত জনগণ এ ব্যাপারে যথার্থ সচেতন হয়ে উঠছেন না। তা'ছাড়া উপযোগী রাষ্ট্রীয় নীতি ও কৌশলের অভাবেও এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এভাবে রাজনৈতিক কারণেও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

১০. **ধর্মীয় কারণ** : বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার অন্যতম কারণ হচ্ছে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার। বিশেষত গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত হওয়ায় তারা মাত্রাতিরিক্ত ধর্মভীরু এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। তাছাড়া স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন মৌলভী সাহেবরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তারা বলেন, 'মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি।' ফলে জনগণ বিয়ে ও সন্তান জন্মদান, লালন-পালনকে পবিত্র কাজ বলে মনে করে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণকে পাপ বলে মনে করেন। এ ধরনের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জনসংখ্যা সমস্যার ব্যাপকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১. **কৃষিভিত্তিক সমাজ কাঠামো** : বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থা প্রধানত কৃষিনির্ভর। গ্রাম এলাকার শ্রমজীবী জনগণের শতকরা ৮০ জনই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অধিক সন্তান কৃষিকাজের জন্য খুবই সহায়ক। এজন্য কৃষিকাজের সুবিধার্থে অধিক সন্তান জন্মদানের প্রবণতা আমাদের দেশের অনেক পরিবারে লক্ষ্য করা যায়। ফলে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১২. **অর্থনৈতিক কাজে মহিলাদের কম অংশগ্রহণ** : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক কাজে নারীদের অংশগ্রহণ নগণ্য। তারা শুধু গৃহস্থালি কাজেই নিজেদের শ্রম নিয়োগ করে থাকেন। ফলে তারা সন্তান প্রতিপালনের জন্য অনেক সময় পায়। এ কারণেও গ্রামীণ নারীরা অধিক সন্তানের জন্ম দিতে থাকে।

১৩. **জন্ম ও মৃত্যুহারের ব্যবধান** : জনসংখ্যা স্ফীতির জন্য যদি একটি মাত্র কারণকে দায়ী করা হয় তবে তা হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যুহারের ব্যবধান। বাংলাদেশে একদিকে যেমন– জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নয়নের ফলে শিশুমৃত্যু ও মোট মৃত্যু হার হ্রাস পাচ্ছে। জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটছে।

১৪. **বৃদ্ধকালীন ও সামাজিক নিরাপত্তা** : বাংলাদেশে বৃদ্ধদের সামাজিক নিরাপত্তা খুবই কম। রাষ্ট্র বৃদ্ধদের সামাজিক নিরাপত্তাদানে খুব বেশি ভূমিকা নেয়নি। ফলে পিতা-মাতারা বৃদ্ধকালে সন্তানের ওপর নির্ভর করতে চায়। এভাবে বৃদ্ধকালীন নিরাপত্তার আশায় অনেকেই অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

১৫. **চিত্তবিনোদনের অভাব :** বাংলাদেশে বিশেষত গ্রামীণ সমাজে চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্র খুবই সীমিত। দারিদ্র্য ও বিদ্যুতের অভাব চিত্তবিনোদনহানির দু'টি প্রধান কারণ। ফলে চিত্তবিনোদনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষ জৈবিক সম্পর্ক নির্ভর থাকে। এতে পরিবারে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

১৬. **দারিদ্র্য :** দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশে জনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত কম। দারিদ্র্য ও সন্তান জন্মদানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি দরিদ্র রাষ্ট্রই অধিক জনসংখ্যা সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত। দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির আশায় অধিক সন্তান, বিশেষত পুত্র সন্তান কামনা করে। কারণ তাদের ধারণা, পরিবারে ছেলে সন্তান বেশি থাকলে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পাবে। দারিদ্র্যের কারণে সৃষ্ট এ মনোভাব জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ।

১৭. **যৌথ পরিবার ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের যৌথ পরিবার ব্যবস্থা উচ্চ জন্মহারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে গ্রামীণ যৌথ পরিবারে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন তেমন ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। আর এর ফলে অধিক সন্তান জন্মদানকে তেমন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয় না।

১৮. **নারীশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাব :** সমাজবিজ্ঞানী কিংসলি ডেভিসের মতে, নারীর অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষা তার সন্তান সংখ্যার সাথে বিপরীতমুখী। বাস্তব তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতেও দেখা যায় যে দেশে নারী শিক্ষা হার যত বেশি, সে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ততো কম। এর কারণ : ক. নারীদের পড়ালেখায় অধিক সময় ব্যয় হয় বলে দেরিতে বিবাহ হওয়া। খ. শিক্ষিত নারীরা সংসারের বাইরে কর্মে ব্যস্ত থাকে বলে তারা কম সন্তান কামনা করে। গ. কর্মজীবী শিক্ষিত নারীরা জীবন সম্পর্কে অধিক সচেতন বলে কম সন্তান কামনা করে। ঘ. কর্মজীবী শিক্ষিত নারী সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা অধিক থাকে বলে তারা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা পায়, যা সন্তান জন্মদানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কোন একক কারণ দায়ী নয়। দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, জলবায়ু, শিক্ষার অভাব, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) শূন্যস্থান পূরণ করুন

১। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম --- দেশ।

২। জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বে বাংলাদেশ --- বৃহত্তম রাষ্ট্র।

৩। --- সন্তানের আশা জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ।

৪। সামাজিক--- অভাব জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ।

৫। দারিদ্র্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে --- সম্পর্ক বিদ্যমান।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো বর্ণনা করুন।

২। 'বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে'– উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। জনবহুল, ২। সপ্তম, ৩। পুত্র, ৪। নিরাপত্তার, ৫। ঘনিষ্ঠ।

পাঠ-২: জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ (Population Explosion) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে। বাংলাদেশে উন্নয়নের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে জনসংখ্যাধিক্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। দেশের চরম দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, নিম্ন জীবন মান, উচ্চ বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধ প্রবণতা, বাসস্থান সমস্যা, খাদ্য ঘাটতি, কৃষি জমির হ্রাস, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি সমস্যার মূলে রয়েছে অধিক জনসংখ্যা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসংখ্যা স্ফীতির যে ক্ষতিকর প্রভাব বিদ্যমান তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১। **খাদ্য ঘাটতি** : বাংলাদেশে বর্তমানে খাদ্য সমস্যা অত্যন্ত প্রকট এবং এর প্রধান কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্য উৎপাদনে অসামঞ্জস্য। ১৯৬১ সাল থেকে বাংলাদেশে ক্রমাগত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও খাদ্য ঘাটতির ভয়াবহতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ায় খাদ্য উৎপাদন অধিক হলেও খাদ্য সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। ১৯৬০ সালে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১ কোটি মেট্রিক টন আর খাদ্য ঘাটতি ছিল ৪ লাখ মেট্রিক টন। অন্যদিকে ২০০০-২০০১ সালে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৬৭ লাখ ৫৮ হাজার মেট্রিক টন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা অধিক হওয়ার ফলে এ সময়ে খাদ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ১৫.৫৪ লাখ মেট্রিক টন। এর জন্য একমাত্র জনসংখ্যাস্ফীতিই দায়ী। কারণ এ দেশের জনসংখ্যা যদি কম থাকত তবে উৎপাদিত খাদ্যশস্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করার পর রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হতো। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এতে মাথাপিছু খাদ্য উৎপাদন এবং খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

২। **নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি** : বাংলাদেশে দিন দিন জনসংখ্যা যত বাড়ছে, নির্ভরশীল জনসংখ্যার হারও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী শতকরা ৫১ ভাগ লোক নির্ভরশীল। জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (UNFPA) সারা বিশ্বের ১৯৯৮ সালে জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, ২০০৮ সাল নাগাদ বাংলাদেশে প্রবীণ লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৭.৭ শতাংশে পৌঁছাবে। এভাবে আমাদের দেশে কর্মী জনসংখ্যার তুলনায় নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক পরিবারেই মারাত্মক আর্থিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

৩। **বেকারত্ব বৃদ্ধি** : সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা বেকারত্ব। আর অতিরিক্ত জনসংখ্যাই আমাদের বেকার সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। জনসংখ্যা অনুপাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যাচ্ছে না বলে বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯৬-৯৭ পর্যন্ত সময়ে দেশে শ্রমশক্তি তথা কর্মক্ষম জনশক্তির পরিমাণ দ্বিগুণ হলেও সে অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়নি।

৪। **শিক্ষার অভাব :** শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের সংবিধান মতে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য শিক্ষার সুযোগ সুনিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য সর্বস্তরে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় দেশে নিরক্ষর লোকের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৫। **বস্ত্র ঘাটতি :** বস্ত্র মানুষের মৌলিক চাহিদা। কিন্তু অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে আমাদের দেশে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বস্ত্রের ঘাটতি হচ্ছে। বস্ত্র খাতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আগের চেয়ে অনেক বেশি বস্ত্র উৎপাদন করেও জনগণের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১৪০ কোটি মিটার বস্ত্রের প্রয়োজন। অথচ বস্ত্র উৎপাদন এর চেয়ে অনেক কম। তাছাড়া প্রতি বছর প্রায় ৩০ লক্ষ নবাগতদের জন্য বাড়তি প্রায় ৩ কোটি মিটার বস্ত্রের প্রয়োজন। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি করেও বস্ত্র ঘাটতি হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে না।

৬। **স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সমস্যা বৃদ্ধি :** স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদা। অথচ বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৫০ জন লোক স্বাস্থ্যহীনতা এবং শতকরা ৮০টি শিশু পুষ্টিহীনতার শিকার। এছাড়া উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ প্রসূতি মায়ের মৃত্যু হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

৭। **বাসস্থান সমস্যা :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে বাসস্থান ও বস্তি সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। গ্রাম ও শহর এলাকায় প্রতি বছর ব্যাপকহারে গৃহ নির্মাণ করেও এ সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে লক্ষ লক্ষ ভাসমান জনগোষ্ঠী খোলা আকাশের নিচে এবং বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শুধু ঢাকা শহরেই শতকরা ৩৫ ভাগ লোক বস্তিতে বাস করে।

৮। **ভূমির ওপর চাপ :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়ে ভূমির ওপর। প্রতি বছর বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানা প্রভৃতি স্থাপন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমির ভাগ-বাটোয়ারা হবার কারণে বিপুল পরিমাণ আবাদি ভূমি অনাবাদি ভূমিতে পরিণত হচ্ছে। এতে চাষাবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৯৬ সালে কৃষিশুমারির তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মাথাপিছু চাষাবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ মাত্র ০.১৫ একর। জনসংখ্যার চাপে এর পরিমাণ দিন দিন আরো হ্রাস পাচ্ছে।

৯। **মূলধন গঠন ও শিল্পায়ন ব্যাহত :** বর্ধিত জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য বার্ষিক বিপুল পরিমাণ অর্থ অনুৎপাদনমূলক খাতে ব্যয় করতে হয়, যার প্রভাবে আমাদের ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়ে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি মূলধন গঠন ও শিল্পায়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক।

১০। **পরিবেশ দূষণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা :** বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য বাসগৃহ নির্মাণ, রাস্তাঘাট ও পুকুর খনন প্রভৃতি কারণে গাছপালা ও বনাঞ্চল ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করা হচ্ছে। খাদ্যসহ অন্যান্য চাহিদা মেটানোর লক্ষে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। তদুপরি জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পয়ঃপ্রণালী, শৌচাগার ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না বলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং রোগজীবাণু বিস্তার লাভ করছে।

১১। **নিম্ন মাথাপিছু আয়** : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশের জনগণের আয় কমে গিয়ে নিম্ন মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু গড় আয় অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের তুলনায় কম। আর এজন্য জনসংখ্যা স্ফীতিকেই প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়।

১২। **যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর চাপ বৃদ্ধি** : জনসংখ্যাস্ফীতির ফলে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস, ট্রাক, নৌকা, ট্রলার, লঞ্চ, রেল প্রভৃতি যানবাহনে যাতায়াত আজ চরম ঝুঁকিপূর্ণ। জনসংখ্যার তুলনায় এসব যানবাহনের সংখ্যা সীমিত থাকার কারণে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চরম নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিচ্ছে।

১৩। **দুর্নীতি ও অপরাধ বৃদ্ধি** : বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। অন্যদিকে মাথাপিছু আয় কম থাকায় অনেকের পক্ষে তাদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনেকে বাধ্য হয়ে দুর্নীতি ও অপরাধের মাধ্যমে অবৈধভাবে তাদের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছে। আর এর প্রভাবে সমাজে দুর্নীতি ও অপরাধপ্রবণতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে।

১৪। **সামাজিক বিশৃঙ্খলা** : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অধিক। দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন তাদের সন্তান-সন্ততিদের লেখাপড়াসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণে সক্ষম হচ্ছে না। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের সামাজিকীকরণ ব্যাহত হয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে গড়ে উঠছে না। সমাজে এদের সংখ্যাই অধিক। অন্যদিকে, শিক্ষিত ও সম্পদশালী শ্রেণীর মধ্যে সন্তান জন্মদানের হার কম। ফলে তারা তাদের সন্তানদের মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু সমাজে এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সুতরাং বলা যায়, এ দেশে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে জনসংখ্যা যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মধ্যে অচিরেই ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে, যা সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করবে। অন্যদিকে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় সমাজ জীবনে অশান্তি, হতাশা, ব্যর্থতা ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৫। **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র** : বাংলাদেশে প্রায় অর্ধেক মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে অধিক। দারিদ্র্যের চক্রের ভিতরে পড়ে দারিদ্র্য যেমন– বাড়ে, তেমনি অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যাও বাড়ে। অধিক সন্তানের পরিবারগুলো স্বচ্ছলতার দিকে তো যায়ই না উপরন্তু মাথাপিছু আয় কমতে থাকে। ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতাও কম। তারা ভাত, কাপড়, থাকার জায়গা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা কিছুরই ব্যবস্থা করতে পারে না। আবার দারিদ্র্য ও অধিক সংখ্যা, খাবারের জন্য অধিক মুখ তাদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখে। মানব সম্পদের উন্নয়নও হয় না। দারিদ্র্যের কারণে মৌলিক চাহিদাই পূরণ করতে পারে না। অধিক জনসংখ্যার কারণে তারা বিভিন্ন প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আর্থ-সামকাজিক-রাজনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে অধিক জনসংখ্যা। অধিক জনসংখ্যার কারণে দেশের খাদ্য চাহিদা মোকাবেলা করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিবছর বাড়ছে বেকারের সংখ্যা। অধিক জনসংখ্যার কারণে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা। জনসংখ্যার বিস্ফোরণের কারণে বাংলাদেশ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হতে বের হতে পারছে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

(ক) সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন

১। বেকারত্ব সমস্যার প্রধান কারণ–

(ক) কৃষি নির্ভরতা (খ) অধিক জনসংখ্যা

(গ) রাজনৈতিক অস্থিরতা (ঘ) প্রযুক্তিহীনতা

২। দেশের কত ভাগ লোক এখনো নিরক্ষর

(ক) ৬৫ ভাগ (খ) ৪৫ ভাগ

(গ) ৩৫ ভাগ (ঘ) ৫০ ভাগ

৩। জনসংখ্যার চাপে কমে যাচ্ছে

(ক) শিল্পায়নের হার (খ) কৃষি জমি

(গ) মাথাপিছু আয় (ঘ) কোনটি নয়

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো আলোচনা করুন।

২। 'বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা জনসংখ্যা' উক্তিটির স্বপক্ষে আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরমালা

১। (খ), ২। (গ), ৩। (খ)।

পাঠ-৩ : জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ আলোচনা করতে পারবেন।
- জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়-দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটি জটিল ব্যাপার। একক ও স্বল্পকালীন কর্মসূচির মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এজন্য ব্যাপক ও বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ নিচে আলোচনা করা হলো–

১. **জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন :** বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যার সমাধান স্বল্প সময়ে আশা করা যায় না। এজন্য দরকার সুনির্দিষ্ট নীতি এবং বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ। সুতরাং জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন জনসংখ্যা সমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা তথ্যের আলোকে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি দিকের প্রতি সমভাবে গুরুত্ব প্রদানপূর্বক বাস্তবায়নযোগ্য করে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন। বিদেশী সাহায্যনির্ভর এবং বাস্তবতা বিবর্জিত জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করে এ দেশের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান আশা করা যাবে না।

২. **পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সম্প্রসারণ :** দেশে আরো ব্যাপকভাবে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বৃদ্ধি করতে হবে। আরো অধিক সংখ্যক ক্লিনিক সৃষ্টি, মাঠকর্মী ও ওষুধপত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি জনগণের কাছে সহজসাধ্য হবে। তারা অধিক হারে এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে।

৩. **গণসচেতনতা বৃদ্ধি :** এ কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, জনসংখ্যার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে যতদিন জনগণ সম্পূর্ণভাবে সচেতন না হবে, ততদিন এ সমস্যার সমাধান হবে না। তাই বিভিন্ন সামাজিক শিক্ষা, কর্মসূচি, আলোচনা সভা, বেতার ও টেলিভিশন প্রোগ্রাম, নাটক, যাত্রা, থিয়েটার, জারি গান, কবিগান প্রভৃতির মাধ্যমে এ সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে সম্পূর্ণভাবে সচেতন করে তোলার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। তাছাড়া এ সকল প্রচেষ্টা জনগণের চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

৪. **জনশিক্ষা কার্যক্রম :** জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বাল্যকাল থেকেই সচেতন করার জন্য জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা উচিত। এজন্য প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে 'জনসংখ্যা শিক্ষা'কে সম্পূর্ণ আলাদা এবং বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা দরকার।

৫. **জীবনমান উন্নয়ন :** বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশের দরিদ্র শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা এবং এর দ্বারা তাদের মধ্যে সীমিত পরিবারের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা। অন্যথায় তাদের অধিক সন্তান জন্মদানের প্রবণতা হ্রাস করা যাবে না।

৬. **মহিলাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ :** বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অবস্থার প্রেক্ষাপটে সমাজে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি ছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। নারীশিক্ষা এবং নারীদের কর্মসংস্থান সন্তান ধারণ এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং নারীদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করলে তা জনসংখ্যাস্ফীতি হ্রাসে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

৭. **খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন :** জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য দরকার আমাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস করা। এজন্য চিরাচরিত খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন এবং বিকল্প খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করে তা প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া এলাকাভিত্তিক খাদ্যমেলা বা খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করে তাতে জনগণকে সম্পৃক্ত করে তাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে গঠনমূলক পরিবর্তন আনয়নের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৮. **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ :** জনসংখ্যা সমস্যা প্রতিরোধ করতে হলে যে কোনো মূল্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রতিরোধ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে এর বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯. **কৃষির আধুনিকীকরণ :** এ দেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনো অনুন্নত এবং সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। পুরাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে অধিক সংখ্যক কৃষকের প্রয়োজন পড়ে। ফলে গ্রাম্য কৃষক কৃষি কাজের সুবিধার্থে অধিক সন্তান জন্ম দেয়। কাজেই জনসংখ্যা সমস্যাকে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে হলে কৃষি ব্যবস্থাকে যান্ত্রিক ও আধুনিক করতে হবে।

১০. **চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা :** চিত্তবিনোদনের অভাব বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। তাই গ্রামীণ পর্যায়ে টিভি, সিনেমা, খেলাধুলা প্রভৃতি চিত্তবিনোদনের মাধ্যমগুলোকে পরিকল্পিত উপায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে।

১১. **শিশুমৃত্যুর উচ্চহার রোধ :** বাংলাদেশে অধিক হারে শিশুমৃত্যুর কারণে পিতা-মাতা অধিক সংখ্যক সন্তান প্রত্যাশা করে থাকে। তাই শিশু মৃত্যু রোধকল্পে পর্যাপ্ত পরিমাণ চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১২. **বৃদ্ধদের ভাতা প্রদান :** বৃদ্ধদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে করে বৃদ্ধকালের মূলধন হিসাবে মানুষ সন্তান জন্ম না দেয়।

১৩. **ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন :** জন্মহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন এবং ধর্মীয় অনুভূতি বিশেষ প্রভাব বিস্তারকারী চলক হিসেবে বিবেচিত। ধর্মীয় অনুভূতি এবং অনুশাসনের প্রভাবে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কম উৎসাহী। জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে বাংলাদেশের ধর্মভীরু জনগণের যথাযথ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সম্ভব নয়।

১৪. **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্প্রসারণ :** বাংলাদেশে বৃদ্ধ বয়সে নিরাপত্তাহীনতার কারণে যাতে জনগণ অধিক সন্তানের জন্ম না দেয়, তার জন্য দেশে ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু ও জোরদার করা প্রয়োজন।

১৫. **আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ :** বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সকল আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, ক. বর্তমানে প্রচলিত বিবাহের সর্বনিম্ন বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২২ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩০ বছর করার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ। খ. ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিটি বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ এবং বহুবিবাহ রোধ করা। গ. জন্ম এবং মৃত্যুর যথাযথ রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা, যাতে বিবাহের সময় যথাযথ বয়স নির্ধারণ করা যায়। ঘ. সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, বদল, রেশন, গৃহ বরাদ্দ, কৃষিঋণ, ত্রাণ ও সরকারি সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা করা। ঙ. পরিবার পরিকল্পনার আদর্শ যাতে আরো গ্রহণীয় হয়ে ওঠে সেজন্য বাস্তবসম্মত আইনগত উৎসাহব্যঞ্জক এবং নিরুৎসাহব্যঞ্জক ব্যবস্থার প্রয়োগ করা। যেমন– শিক্ষাভাতা, স্বাস্থ্যভাতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দু'সন্তানের পরিবারকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। চ. ব্যক্তিগত, দলগত এবং সমষ্টিগতভাবে জনসংখ্যা নীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখার জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা, যাতে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ফল ভোগ করতে পারে। ছ. চাকরির ক্ষেত্রে সরকারঘোষিত মহিলা কোটা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৬. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন :** বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে দেশী-বিদেশী অসংখ্য সংস্থা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচির পুনরাবৃত্তি এবং সম্পদ ও সময়ের অপচয় রোধকল্পে সরকারি পর্যায়ে সুষ্ঠু সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এতে করে দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম আরো জোরদার হবে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে নাগরিক দায়-দায়িত্ব

জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে হবে এবং কাম্য জনসংখ্যা গড়ে তুলতে হবে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে হবে– এজন্য প্রয়োজন নাগরিক সচেতনতা। আমাদেরকে ভাবতে হবে যে, কেবল আমরা নই আমাদের বংশধরেরাও যেন খেতে ও পরে ভালো থাকতে পারে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রের দায় দায়িত্ব

জনসংখ্যাধিক্য সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রকে সবচেয়ে বেশি দায়-দায়িত্ব পালন করতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সর্বাধিক সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারকে বাধ্যতমূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে।

২. দারিদ্র্য দুরীকরণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জাতীয় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির জন্য সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৪. পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারি দায়িত্বের বিকল্প নেই।

৫. জনশক্তি বিদেশে রপ্তানির জন্য জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬. গঠনমূলক আইন পাস করতে হবে।

৭. সর্বোপরি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

সারসংক্ষেপ

জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সম্প্রসারণের পাশাপাশি গণসচেতনতা বাড়াতে হবে। শিক্ষার বিস্তার ও সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র ও নাগরিককে একইসঙ্গে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

(ক) সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

১। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নয়।

২। ১৯৭৮ সালে জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

৩। পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি দায়িত্বের বিকল্প নাই।

৪। জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান স্বল্প সময়ে করা সম্ভব নয়।

৫। উচ্চ শিশু ও মৃত্যুহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী নয়।

(খ) রচনামূলক প্রশ্ন

১। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা করুন।

২। জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্র ও নাগরিকের দায়িত্ব ব্যাখ্যা করুন।

(ক) সত্য-মিথ্যার উত্তর :

১। মি, ২। মি, ৩। স, ৪। স, ৫। মি